দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদের সভা

শিক্ষকের পদ আরো বাড়ানো শিক্ষার্থীদের স্কুলে দুপুরে খাবার দেয়ার সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদের প্রথম সভায় শিক্ষকস্বল্পতা দূর করার জন্যে আরো শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শিশুদের স্কুলে আকৃষ্ট করার জন্যে দুপুরে খাবার সরবরাহসহ বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে।

সভায় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। সভার আলোচনায় স্কুলসমূহে শিক্ষকস্বল্পতার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, বর্তমানে ৭১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। এই অনুপাত কমিয়ে ৪০ জনের জন্যে ১ জন শিক্ষক নিয়োগ দিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়।

সভা সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্কুলে 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' কর্মসূচি চালু রয়েছে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা গমের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ে থাকেন। শিক্ষার প্রতি নজর তাদের কম। সেজন্যে

শিক্ষা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

শিক্ষা ঃ প্রাথমিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের গম না দিয়ে 'মধ্যাহ্নভোজ' দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে এটা কবে থেকে কার্যকর হবে তা সিদ্ধান্ত হয়নি। অর্থ সংগ্রহ সাপেক্ষে এই কর্মসূচি চালু করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সভায় প্রতিটি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা, কক্ষস্বল্পতা দূর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। কিছু ছোট ও অল্প লোকের বাস, এমন গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এক্ষেত্রে পাশের বড় গ্রামে একাধিক স্কুল ও শিশুদের যাতায়াত সহজসাধ্য হলে সেখানে নয়া স্কুল করা হবে না। তবে শিশুদের যাওয়া কষ্টসাধ্য হলে অবশ্যই ছোট গ্রাম হলেও স্কুল করা হবে।

সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনে জবাবদিহিতা আনার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে ডিসিদের উপর নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রশাসনগুলোকে 'স্কুল থেকে ঝরে পড়া' রোধের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হবে। সভায় বলা হয়, বর্তমানে শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি শিশু স্কুলে যায়। তবে অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে যায়। শতকরা একশ' ভাগ শিশু যাতে স্কুলে আসে এবং অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তার জন্য প্রশাসনিকভাবে অভিভাবকদের সাথে গণসংযোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়।